স্মারক নংঃ বিএনএ/পত্র/ নংঃ ৪৮,

তারিখঃ ০৮ মে, ২০২৩ ইং

বরাবর

০১। মোঃ আজিজুর রহমান,
সচিব ও চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল,
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
ও
০২। মহাপরিচালক
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর,
মহাখালী, ঢাকা-১২১২ ।

বিষয়ঃ দীর্ঘ ০৯ ঘণ্টা বে-আইনিভাবে সরকারি চাকরিতে কর্মরত দুইজন নার্সিং কর্মকর্তাকে আটক রাখা ও হত্যার উদ্দেশ্যে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন প্রসঙ্গে ।

জনাব,

যথাযথ সম্মানপূর্বক আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন এর কোষাধক্ষ্য ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স আনন্দ কুমার দাস ও একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার স্ত্রী সুজলা রানী রায়কে গত ০৩ মে ২০২৩ ইং রোজ বুধবার আনুমানিক বেলা ০২: ৩০ ঘটিকায় উক্ত কাউন্সিলে হাজির হয়ে পেশাগত নিবন্ধন উত্তোলন পূর্বক নবায়ন করতে গেলে রাত্র ১০:১০ পর্যন্ত দীর্ঘ ০৯ ঘণ্টা বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারী কাউন্সিলের রাশিদা আক্তার, রেজিস্টার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এর নেতৃত্বে কর্মচারীরা হত্যার উদ্দেশে শারিরিক ও মানুসিক নির্যাতন পূবর্ক উক্ত কাউন্সিলে তাদের হেফাজতে আটক রাখেন । ঐদিন আটক রাখার ঘটনা অবগত হওয়ার পর আমি নিজে কাউন্সিলে উপস্থিত পূর্বক ঘটনার বিস্তারিত জানতে চাই এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর বর্তমান রাশিদা আক্তার রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুরোধ করি, অনুরোধ করি তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া এবং তাদের ওপর শারীরিক মানসিক নির্যাতন না করার জন্য। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বিদ্বেষপ্রসূত ও দুরভিসন্ধিমূলক ভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ গোলমাল নিবারন না করে তারা জনাব আনন্দ কুমার দাস এর উপর পর্যায়ক্রমে আক্রমণ চালিয়ে যায় । এক পর্যায়ে অলোক কুমার দাস, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আনন্দ কুমার দাসকে পিছন থেকে জাপটে ধরে এবং কর্মচারীগণ সিনিয়র স্টাফ নার্স আনন্দ কুমার দাস এর গলা চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালায় । এই অবস্থায় আনন্দ কুমার দাসের স্ত্রী সুজলা রানী রায় স্বামীকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসলে তার উপরেও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় । তাৎক্ষণিকভাবে আমি উক্ত ঘটনাটি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এর পরিচালক প্রশাসন মো: নাসির উদ্দিন (উপসচিব) কে ফোন করে অবগত করি । নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আমার নিকট উপস্থাপন করেন আমি তাদেরকে সিসিটিভি ক্যামেরার রেকর্ড দেখানোর জন্য অনুরোধ করি কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাকে সিসিটিভি ফুটেজ না দেখিয়ে আমার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন । পরবর্তীতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পরিচালক (শিক্ষা ও শৃংখলা) জনাব মোঃ রশিদুল মান্নাফ কবীর (উপসচিব) ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন সিনিয়র স্টাফ নার্স আনন্দ কুমার দাস ও সুজলা রানী রায়কে তাদের দুর্ধর্ষ আক্রমণ থেকে অবমুক্ত করে হাসপাতালে পাঠান । আনন্দ কুমার দাস, সিনিয়র স্টাফ নার্স এর অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে হাসপাতালে ভর্তি রাখার

০৮.০৫.২০২৩

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী নং- ১২৮/ক, নিচতলা, রোড নং- ০৫, পি.সি কালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোনঃ +88 02223310532 ইমেইলঃ info@bna.com.bd ওয়েবঃ bna.com.bd

পরামর্শ দেন এবং সুজলা রানী রায়কে চিকিৎসা দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দেন । আপনি নিশ্চয়ই অবগত যে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সমগ্র বাংলাদেশ থেকে আগত নিবন্ধিত নার্সদের পেশাগত সনদ নিবন্ধন করতে আসলে তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন যা মোটেও কাম্য নয় । আপনি সমগ্র বাংলাদেশের নার্সদের কাছ থেকে তথ্য নিলে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হবে যে, বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগন এই ধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণের সাথে সরাসরি জড়িত এবং বর্তমান রেজিস্টার এর দায়িত্বপ্রাপ্ত রাশিদা বেগমের নির্দেশে এই আচরণগুলো হচ্ছে। আপনি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন নার্সিং কাউন্সিল এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এখানেই ক্ষান্ত নয় তারা তাৎক্ষণিকভাবে সিসিটিভি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ এডিটিং ও কিছু অংশ বাদ দেওয়ার কাজে লিপ্ত ছিল । শুধু তাই নয় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এর মোঃ মুরাদ শিকদার, সহকারি প্রোগ্রামার, আইটি শাখা, মোঃ হাসান আল মিজান, উচ্চমান-সহকারী এই বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সম্বলিত একটি পোস্ট দাখিল করেন (কপি সংযুক্তঃ০১)। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৪৫.০৩.০০০০.০০২.০১.২০৭.২২-১৯১, তারিখঃ ০৪ মে ২০২৩ ইং অফিস-আদেশে দেখা যায় আনন্দ কুমার দাসকে অভিযুক্ত করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় (কপি সংযুক্তঃ০২)। সেখানে শাহবাগ থানায় দাখিলকৃত অভিযোগের অজ্ঞাতনামা আসামিদের মধ্যে একজনকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । কিন্তু ইতিহাসে বিরল ও উল্লেখযোগ্য পক্ষপাতমূলক কর্মকাণ্ডের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল এই অফিস আদেশে তদন্তর পূর্বেই অভিযুক্ত করে অফিস আদেশ করা যা অত্যন্ত দুঃখজনক, নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ । বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্টাফদেরকে রক্ষায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের নার্সিং কর্মকর্তাকে তদন্তের পূর্বে অভিযুক্ত করা কোনক্রমেই সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ বলে মনে করি না ।

অতএব মহোদয় সমীপে বিনীত আবেদন এই যে, উপরোক্ত বিষয়ের পরিপেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনার মর্জি কামনা এবং সরকারি চাকরিতে কর্মরত নার্সিং কর্মকর্তাদের সুরক্ষা প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করছি এবং নার্সিং কাউন্সিলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নার্সদেরকে যথাযথ সম্মান সহ নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পূর্ণ করত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি ।

নিবেদক

০৪.০৫.২০২৩

খাঁন মোঃ গোলাম মোরশেদ
সভাপতি
বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন
বাড়ী নং- ১২৮/ক, নিচতলা, রোড নং- ০৫,
পি.সি কালচার হাউজিং সোসাইটি,
শ্যামলি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
মোবাইলঃ ০১৯৫৫-৬৮৮০৩৮
E-mail: president@bna.com.bd
www.bna.com.bd